দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

রংপুর মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা

পত্রিকান্তরের খবর হইতে জানা যাইতেছে, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৬টি লিফটের মধ্যে আটটিই বিকল হইয়া আছে। সচলগুলিও জোড়াতালি দিয়া চলিতেছে। সচল আটটি লিফটের সব কয়টি সকাল আটটা হইতে বেলা দুইটা পর্যন্ত চালু থাকে। তাহার পরে রাত আটটা পর্যন্ত চলে চারটি। আর রাত আটটা হইতে পরের দিন সকাল আটটা পর্যন্ত চালু থাকে মাত্র একটি লিফট। জরুরি বিভাগের পাশে দুইটি লিফট থাকিলেও বর্তমানে তাহা বন্ধ। একটি লিফটের বন্ধ দরোজার সামনে অক্সিজেনের সিলিন্ডার স্তূপ করিয়া রাখা। জরুরি বিভাগের লিফট নষ্ট থাকায় অন্য লিফটে রোগী ও তাহাদের স্বজনেরা উঠানামা করিতেছেন। সবগুলি লিফটই অনেক পুরাতন ও জরাজীর্ণ। চলিবার সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, সেইসঙ্গে দোলাদুলিও। মাঝেমধ্যে আটকাইয়া যাইবার ঘটনাও ঘটিতেছে। এইগুলির সংকেত চিহ্নও নষ্ট, ফলে লিফট যে কোথায় আছে, তাহাও বুঝিবার উপায় থাকে না।

সংরক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্বে থাকা গণপূর্ত বিভাগ কতটুকু দায়িত্ব পালন করিতেছে তাহা উপরোক্ত বিবরণ হইতেই স্পষ্ট। অথচ এক হাজার শয্যার রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন রোগী ভর্তি থাকে প্রায় দ্বিগুণ। সঙ্গে থাকেন রোগীর স্বজন আর চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সব মিলাইয়া পাঁচতলা ভবনের হাসপাতালে প্রায় চার হাজার মানুষের নিয়মিত যাতায়াত। শিশু, চলৎশক্তিহীন বয়স্ক মানুষ আর অসুস্থদেরকে প্রতিদিন কতটা ভোগান্তি পোহাইতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে কেবল রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেরই এইরূপ বেহাল দশা ভাবিলে আমরা ভুল করিব। বস্তুত সমগ্র দেশেই কমবেশি এই চিত্র দেখা যায়। মফস্বল অঞ্চলে তো বটেই বিভাগীয় সদর কিংবা খোদ রাজধানীতেও হাসপাতালগুলিতে অনুরূপ চিত্র বর্তমান। প্রায় প্রতিটি হাসপাতালেই জরুরি রোগী পরিবহনের অ্যাম্বুলেন্স অকেজো হইয়া আছে। রোগী পরীক্ষানিরীক্ষা ও চিকিৎসার মূল্যবান যন্ত্রগুলি নষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে কিংবা উপযুক্ত জনবলের অভাবে চালানো যাইতেছে না। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের সরবরাহ নাই, কিংবা থাকিলেও এমন সব অনির্ভরযোগ্য কোম্পানির নিকট হইতে ঔষধ ক্রয় হইতেছে যাহাদের নামও শোনা যায় না। চিকিৎসাপ্রার্থীদের ভোগান্তি আরও বাড়াইতে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি, ইন্টার্নদের কর্মবিরতি, কর্মচারীদের নানা কর্মসূচি ইত্যাদি প্রায়শই লাগিয়া থাকে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আগাইয়া যাইতেছে। মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি দক্ষভাবে পূরণ করিবার মতো সক্ষমতা আমরা অর্জন করিয়াছি। অথচ এখনও রাষ্ট্রীয় সেবাখাতগুলির অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা কাটিতেছে না। ভোগান্তির ভয়ে বিপুল পরিমাণ মানুষ বেসরকারি খাতে চিকিৎসা লইতে বাধ্য হইতেছে, আর যাহাদের কিঞ্চিত আর্থিক সামর্থ্য আছে তাহারা বিদেশে পাড়ি জমাইতেছে। একটি বিকাশমান অর্থনীতির দেশে এই অবস্থা কাম্য হইতে পারে না। জনগণকে আমরা যত বেশি দক্ষভাবে সেবাগুলি প্রদান করিতে পারিব, তাহারা ততই সক্ষম নাগরিক হিসাবে সমাজে অবদান রাখিতে পারিবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাহাদের আস্থাও অটুট থাকিবে। তাই আমরা চাইব, অন্তত জরুরি নাগরিক সেবা প্রদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন, বিশেষত হাসপাতালগুলিতে, মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবল তো বটেই, মানসম্পন্ন অবকাঠামো এবং যথাযথ তদারকির ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা আবশ্যক।